যায়যায়দিন

তারিখ 21 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাবি সূর্যসেন হলের ৮ আবাসিক শিক্ষকের পদত্যাগ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল প্রভোস্টের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে একযোগে পদত্যাগ করেছেন আট আবাসিক শিক্ষক। বৃহস্পতিবার তারা উপাচার্যের কাছে এ পদত্যাগপত্র জমা দেন।

পদত্যাগকারী শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন ড. মো. সাইফুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. ফারুখ আহমদ, আল-আমিন, মো. আমিরুস সালাত, এ কে এম ইউনুস, মাহমুদ উল্লাহ, মোহাম্মদ নূর-ই-আলম সিদ্দিকী ও মো. রাজীব আলম। এর আগে ১২ জুলাই দুই শিক্ষক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ (সৌরভ সিকদার) এবং মো. ইসরাফিল প্রাংকে অব্যাহতি দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

সূত্র জানায়, অব্যাহতি ও গণপদত্যাগের ফলে হলের মোট ১২টি আবাসিক শিক্ষকের মধ্যে ১০টি পদ শূন্য হলো। আবাসিক শিক্ষক না থাকায় হল প্রশাসনে হ-য-ব-র-ল অবস্থা চলছে। পদত্যাগকারী শিক্ষকদের অভিযোগ, হলের শূন্যপদে প্রভোস্ট তার দলীয় ও নিজস্ব লোকদের নিয়োগ দিতে একপেশে আচরণ করায় তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

জানা যায়, গত বছর ২ জুন সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট হিসেবে যোগ দেন নীল দলভুক্ত শিক্ষক অধ্যাপক আশরাফ হোসেন। যোগদান করেই হলের সিনিয়র প্রশাসনিক অফিসার মো. আবদুল মালেককে বদলি করেন তিনি। তার পরিবর্তে আনা হয় মো. আবদুল মোতালেব নামে এক কর্মকর্তাকে। অভিযোগ রয়েছে, হলের একাধিক সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও জুনিয়র শিক্ষক মো. বাহাউদ্দিনকে সিনিয়র মর্যাদা দিয়ে নিয়োগ কমিটিতে রাখা হয়।

প্রভোস্টের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ

আরো অভিযোগ রয়েছে, নিয়মনীতির লঙ্ঘন করে এ বছরের ১২ জুলাই দুই শিক্ষক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ এবং মো. ইসরাফিল প্রাংকে অব্যাহতি দেয়া হয়। হলের আওয়ামীপন্থী কেয়ারটেকারের বাসা সংস্কারের জন্য নিয়ম না মেনে ৮ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন প্রভোস্ট। প্রভোস্টের এমন আচরণে ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করছেন ওই আট আবাসিক শিক্ষক।

হল প্রভোস্টের এ আচরণ আর অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা ভিসির কাছে দু'বার লিখিতভাবে আবেদনও করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিকার না পেয়ে বৃহস্পতিবার এ আট শিক্ষক পদত্যাগ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পদত্যাগকারী শিক্ষক যায়যায়দিনকে জানান, প্রভোস্ট শিক্ষকদের সঙ্গে 'আই অ্যাম ইউর বস, ইউ আর হিয়ার জাস্ট টু ক্যারি আউট মাই অর্ডার' এ রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং তার অনিয়মের কথা তারা ভিসির কাছে দু'বার লিখিতভাবে জানানোর পরও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ অবস্থায় হলে তারা কাজ করতে বিব্রতবোধ করছেন বলে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেছেন। এ বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।